২০১৫ সালের সড়ক দূর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে
সংবাদ সম্মেলন

সুপ্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। সংবাদ সম্মেলনের শুরম্নতেই নিসচা পরিবারের পক্ষ থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অর্থাৎ ২০১৫ সালের সড়ক দূর্ঘটনার প্রতিবেদন আমরা তৈরী করেছি। যা প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন পোর্টাল, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদ সংস্থাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রথমেই আপনাদের সবাইকে জানাই ২০১৬ ইংরেজী নববর্ষেও শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আর এর তুলনায় সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা যথেষ্ট যথোপযুক্ত নয়। যার জন্য প্রতিনিয়তই ঘটছে নানা অনাকাংখিত সড়ক দূর্ঘটনা, আর এর শিকার হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ। পাবলিক থেকে প্রাইভেট সব পরিবহনেই ঘটছে এরকম অহরহ দূর্ঘটনা। ঘর থেকে বের হলেই বা খবরের পাতা উল্টালেই চমকে উঠতে হয় সড়ক দূর্ঘটনার খবর পড়ে। অশিড়্গিত চালক, ত্রম্নটিপূর্ণ যানবাহন, দূর্বল ট্রাফিক ব্যাবস্থাপনা, জনগণের অসচেতনতা, অনিয়ন্ত্রিত গতি, রাস্তার অপর্যাপ্ততা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, আইন ও তার যথারীতি প্রয়োগ ইত্যাদিই মূল কারণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এসব মূল কারণকে চিহ্নিত করে ১৯৯৩ সালের ২২ শে অক্টোবর আমার সহধর্মিনী জাহানারা কাঞ্চনের মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর পর শোককে শক্তিতে পরিণত করে সড়ক দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন আমার নেতৃত্বে গড়ে উঠে যার নাম 'নিরাপদ সড়ক চাই' (নিসচা)। এই সংগঠনের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জনগনের মাঝে সচেতন হয়ে উঠেছে। এই সংগঠনের সামাজিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এর অংগ সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে জনসচেতনতাসহ সড়ক দুর্ঘটনারোধে বিভিন্ন কার্যক্রমে। এর অংশ হিসেবে প্রতি বছর আমরা সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকি এবং আজকে আপনাদের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করছি। আশা করি, আপনাদের মাধ্যমে ২০১৫ সালের সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন দেশের জনগণ জানতে পারবেন এবং এর ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন ও নিজেরা সচেতন হবেন।

লক্ষ ও উদ্দেশ্য ঃ এক পলকে ২০১৫ সাল এর সড়ক দূর্ঘটনা

- সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা নির্ণয় করা।
- আহত ও নিহতের সংখ্যা নির্ণয় করা।
- দায়ী যানবাহন চিহ্নিত করা।
- ফলাফল ও বিশেস্নষণ।
- আমাদের করণীয়।

পদ্ধতি ঃ

এই পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদনের কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে পুরোপুরি সেকেন্ডারী ডাটা বা তথ্যের উপর ভিত্তি করে। যা হলঃ

- ৬টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা।
- স্থানীয় অংগসংগঠনগুলোর রিপোর্ট।
- টিভি চ্যানেল ।
- অনলাইন পত্রিকার তথ্য ও
- অনুমেয় অনুজ্জ বা অপ্রকাশিত ঘটনা।

সারণি পর্যালোচনাঃ ২০১৪ ও ২০১৫ সালের দুর্ঘটনা, আহত ও নিহতের সংখ্যা

সারণিঃ

মাস	২০১৪			২০১৫		
	দূর্ঘটনা	নিহত	আহত	দূর্ঘটনা	নিহত	আহত
জানুয়ারী	২৬৪	৪২৫	৬৪৬	২৫৬	৪০২	৬৩৪
ফেব্রুয়ারী	১৯১	৪৪৭	৯১৫	২৪০	৩৪০	৫১৬
মার্চ	২১৪	৪৯৭	৯৮৪	২৬৯	৩৬৬	৫৮৬
এপ্রিল	২০৬	৩৬৫	৭৯৩	১৯৫	৩৪০	৩৬৪
মে	২৬১	৪৫৭	১০৬২	২৪৭	৩৮২	৬৫২
জুন	২৪৭	৩১৬	৯৬৯	২৩২	৩৩৬	৫৯৩
জুলাই	২০৭	৪৩৫	১২৪০	২১১	৪৬৯	৭২৭
আগষ্ট	২৫৬	৩৮৪	১১০৮	২১৫	২৪৯	৪৩১
সেপ্টেম্বর	২৪৩	২৭৮	৫৯৯	১৯৪	২৩৩	৪২৫
অক্টোবর	২২৪	৩৯৮	১০২৪	১৮৬	২৫৭	৬০৪
নভেম্বর	২০৪	২৫৩	৫৭১	১৭৮	২২২	৪৩৩
ডিসেম্বর	১৯৬	২৮১	৮৫৯	২০৩	২৩০	২৩২
মোট	২৭১৩	৪৫৩৬	১০৭৭০	২৬২৬	৩৮২৬	৬১৯৭
হাসপাতালে নেওয়ার পরে মৃত্যু (আনুমানিক-১০%)		১০৭৭			৬১৯	
হাসপাতাল থেকে ছাড় দেওয়ার পর মৃত্যু (আনুমানিক-১০%)		৯৬৯			৫৫৮	
সর্বমোট		৬৫৮২			৫০০৩	

দূর্ঘটনার সংখ্যাঃ

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় **২৬২৬**। এই তথ্য শুধু মিড়িয়ায় প্রকাশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক আঞ্চলিক তথ্য অপ্রকাশিত রয়েছে যা কোনো মিডিয়ায় উঠে আসেনি।

গত ২০১৪ সালে সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২৭১৩। এ বছর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা মাত্র ৮৭ কম হলেও অন্যান্য দেশের সাথে এই সংখ্যা তুলনা যোগ্য নয়। বাংলাদেশের লাইসেন্সকৃত গাড়ীর সংখ্যা ২১ লক্ষ এবং অবৈধ গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ (নসিমন, করিমন, ভটভটি, অটোবাইক, মাহেন্দ্র, ট্রলি ইত্যাদি)। এই হিসাবে প্রতি দশ হাজার গাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা হলো ৪৯টি। অথচ প্রতি ১০ হাজারে আমেরিকায় ২টি, জাপানে ২টি, চীনে সোয়া ৩টি ও রাশিয়ায় ৪টি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যান্ত ভালো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্মেলনে যে তথ্য প্রকাশিত হয় তা নিম্নে দেয়া হল:

Country	Population	Reported Data	Estimated Road Traffic fatalities by WHO		Estimated Fatalities/ 100000	Estimated GDP loss
			Number	95% CI		
Bangladesh	156594962	2538	21316	17349–25283	13.6	1.60%
Bhutan	753947	59	114	98-130	15.1	
DPR of Korea	24,895,000					
India	1252139596	137572	207551		16.6	3.00%
Indonesia	249865631	26416	38279	32079–44479	15.3	3.00%
Maldives	345023	12	12		3.5	
Myanmar	53259018	3612	10809	8790–12829	20.3	0.50%
Nepal	27797457	1744	4713	3880–5546	17	0.8
Sri Lanka	21273228	2362	3691	3245–4137	17.4	
Thailand	67010502	14059	24237		36.2	3.00%
Timor-Leste	1132879	74	188	158–219	16.6	
SEAR	**1855067243**	**188448**	**310910**		**17.16**	**1.98**

- WHO Global Status Report on Road Safety 2015

উপরোক্ত প্রদর্শিত তালিকা থেকে দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিক থেকে ২য় (সড়ক দুর্ঘটনার হার অনুযায়ী নিম্নগতিতে ২য়)। এটা আশাব্যঞ্জক যে, আমাদের দেশের সরকার ও অন্যান্য সংগঠনগুলোর সচেতনতামূলক কাজ বৃদ্ধির ফলে আমরা একটা ভালো অবস্থানে আসতে পেরেছি। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছাকাছি অবস্থান করা সম্ভব হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্মেলনে এটা মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশের একজন সেলিব্রেটি চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার কথায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হওয়ায় উক্ত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সড়ক দুর্ঘটনারোধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সেলিব্রেটিদেরকে সামাজিক এ ধরণের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা হবে।

২০১৫ সালের দুর্ঘটনার সংখ্যা মাস অনুযায়ী ফাইচার্ট-এ দেখানো হলঃ

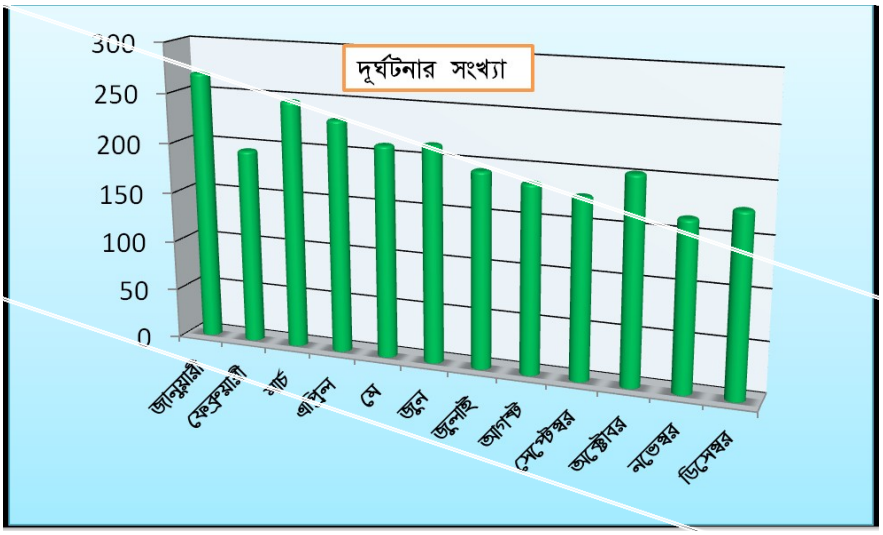

নিহতের সংখ্যাঃ

মৃত্যু কারো কাম্য নয় আর তা যদি হয় সড়কের মত দূর্ঘটনায় মৃত্যু এর মত করূন্ণ আর কি হতে পারে। ২০১৫ সালে সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা **৫০০৩**। ২০১৪ সালে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল **৬৫৮২**। গত বছরের তুলনায় এ বছর সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর হার প্রায় ১৮ শতাংশ কম।

নিম্নে নিহতের হার (%) একটি ডায়াগ্রামে দেখানো হলঃ

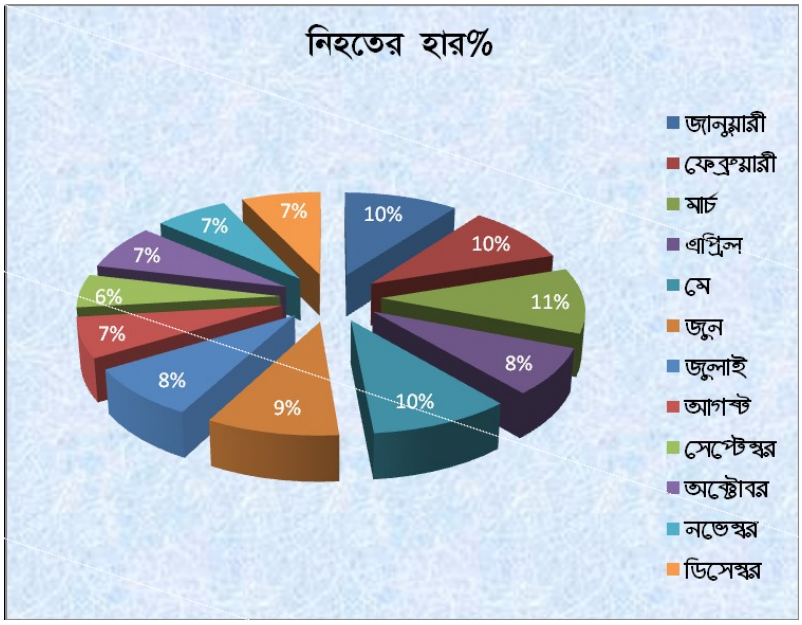

আহতদের সংখ্যাঃ

সারণি ১ নং এ দেখা যায়, ২০১৫ সালে মোট **২৬২৬**টি সড়ক দুর্ঘটনায় **৬১৯৭** জন লোক আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছে। ২০১৪ সালে ২৭১৩টি সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছিল ১০৭৭০ জন, এ বছর ৬১৯৭ (৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত)। গত বছরের তুলনায় আহতের সংখ্যা এবার কম বলে রির্পোটে পাওয়া যায়। অনেক ছোট ছোট দূর্ঘটনায় আহতদেরকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করা হয় যা প্রত্রিকায়ও প্রকাশ হয় না। এদের মধ্যে অনেকেই আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে। যা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

নিম্নে আহতের হার (%) একটি ডায়াগ্রামে দেখানো হলঃ

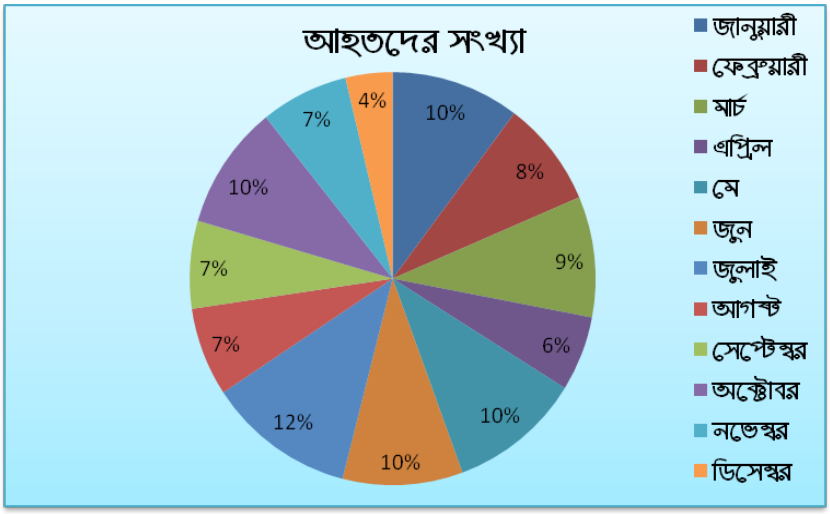

ফলাফল বিশেস্নষণঃ

এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও ডেইলি স্টারে মোট ২৬২৬টি সড়ক দূর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব দূর্ঘটনায় ঢাকা জেলায় সর্বাধিক ৩৫৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। শূধুমাত্র রাজধানীতেই নিহত হয়েছে ২২৭ জন। এছাড়া গাজীপুরে ১৭৮, সিরাজগঞ্জে ১৫২, চট্রগামে ১০৯, নারায়ণগঞ্জে ১০২, ফরিদপুরে একটি দূর্ঘটনায় ২৫জনসহ ৮৩, টাঙ্গাইলে ১০১, বগুড়ায় ৬৫, বরিশালে ৬৬, নওগাঁয় ৫৫, দিনাজপুরে ৬৪, রংপুরে ৪৮, কক্সবাজারে ৩০, পাবনায় ৩৭ ও কুষ্টিয়ায় ২৮ জনসহ সব জেলায় কমবেশি নিহতের ঘটনা ঘটেছে।

গত এক বছরে মর্মান্তিক দূর্ঘটনাগুলোর মধ্যে উলেস্নখযোগ্য হলো ৯ এপ্রিল, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় গাছের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ২৫ জনের প্রাণহানি, ২২ মে পঞ্চগড়ে ট্রাক-অটোরিক্সা সংঘর্ষে একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু, ২৩ মে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ১০ ও আহত পঞ্চাশ, ২৫ মে গাজীপুরে যাত্রীবাহী লেগুনার সঙ্গে কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে পুলিশসহ নিহত ৭ (লেগুনার চালক ছিল একজন ১৫ বছর বয়সী এক কিশোর)। এছাড়া ১৫ জুন ময়মসিংহের মুক্তাগাছায় একই পরিবারের ৪ জন ও হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে একই পরিবারের ৫ জনের প্রাণহানি ঘটে।

২০১৫ সালে বেশির ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে হাইওয়েতে। ছোট ছোট অবৈধ যানবাহন যেমন- ভ্যান, রিকসা, নসিমন, অটো রিক্সা ইত্যাদিকে এজন্য বেশী দায়ী বলে প্রতিয়মান হয়। এ সমস্ত ধীর গতির বাহন মহাসড়কে চলাচল করে যা দূরপালস্নার বড় গাড়ীগুলোর চলাচলা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাছাড়াও এ সমস্ত ধীর গতির গাড়ীর হেডলাইট না থাকার কারণে ঘন কুয়াশা ও বৃষ্টিতে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। ২০১৫ সালের সড়ক দুর্ঘটনায় বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে এক সময় ট্রাকের বেপরোয়া গতিকে বা চালনাকে দুর্ঘটনার জন্য বেশি দায়ী করা হলেও এখন তা অনেক কমেছে। সরকারী ও নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর উদ্যোগে গাড়ী চালকদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করার কারণে বাস, মাইক্রোবাস ইত্যাদির অতিরিক্ত গতিতে চালানোর প্রবণতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলেও কমগতিতে গাড়ী চালনার কারণে নিহত ও আহতের সংখ্যা কম বলে প্রতিয়মান হয়। তবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে যাত্রীর চেয়ে পথচারীদের সংখ্যাই বেশী। বস্নাকস্পটে যে সমস্ত এক্সিডেন্ট হত, বস্নাকস্পট গুলো মেরামত করার কারণে সড়ক দূর্ঘটনা নিম্নলিখিত অংশে অনেকাংশে কমে গেছে। যেমন ঢাকা-মানিকগঞ্জ রোড, ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রোড ও জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা রোডের ৫৬টি মোড় বস্নাকস্পট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও ২০১৩-২০১৪ সালের সড়ক দূর্ঘটনার জন্য বস্নাকস্পট গুলোকে বেশী দায়ী করা হয়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমাংশের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হাটিকুমরম্নল-এ এ বছর সাময়িক ট্রিটমেন্ট করা ও সচেতনতামুলক নির্দেশিকা বোর্ড স্থাপন করায় ঐ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটা কমে এসেছে। আমরা দাবি করবো এই স্থানে ঢাকা-আরিচা সড়কের মত ট্রিটমেন্ট প্রদান করে দুর্ঘটনা লাঘবে এগিয়ে আসার জন্য।

দুর্ঘটনা হ্রাসের কারণঃ

ক) সরকারী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বিআরটিএ ও এলজিইডি নিয়মিত গাড়ী চালকদের সচেতনতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

খ) নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) দেশব্যাপি গাড়ী চালকদের সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক ও জনসচেতনতামূলক যে কার্যক্রম করেছে তা দেশের ইলেট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করার কারণেও এ বছর সড়ক দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা কিছুটা কম হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের জন্য দেশের ইলেট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও এ বছর বিভিন্ন ইলেকট্রিক মিডিয়ায় টক-শো, রিপোর্ট ও সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে জনগণকে যথেষ্ট সচেতন করা হয়েছে।

গ) জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হেলমেটের ব্যবহারের প্রচললন হয়েছে, যার ফলে মটর সাইকেলের দুর্ঘটনা এ বছর অনেক হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়াও সিট বেল্ট বাঁধা, ফুটওভার ও আন্ডারপাস ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে পথচারীরা অনেকাংশেই সড়ক দুর্ঘটনার হাত থেকে রড়্গা পাচ্ছে।

ঘ) নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-সহ অনেক সংগঠন জনগণকে সচেতন ও চালদেরকে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দড়্গা করে তুলেছে, যার ফলে গাড়ী চালকেরা অনেক সচেতন হয়েছে।

ঙ) ধীরগতির যানবাহনকে মহাসড়কে চলাচলে নিষিদ্ধ করার কারণেও এ বছর সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে এসেছে।

করণীয় বিষয় সমুহঃ

- একজন চালকের দায়িত্বহীনতায়, অসচেতনতায় মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে অনেক মানুষ। তাদেরকে দায়ীত্বশীল করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যারা গাড়ী চালাচ্ছেন তাদেরকে আরো সচেতন ও দায়িত্বশীল করার জন্য প্রয়োজন দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-কে অনুসরণ করে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান চালকদের সচেতনতার ব্যপারে প্রশিক্ষণে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা আশা করি। চলকগণ প্রশিক্ষিত ও সচেতন হলে সড়ক দূর্ঘটনা অনেকাংশেই কমে যাবে। পাশাপাশি স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

- এসএসসি পাশ (হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী) দরিদ্র ও বেকার যুবকদের বিনাবেতনে অথবা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ চালক হিসাবে গড়ে তোলা এবং লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে সকল জেলায় একটি করে ড্রাইভিং ও মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া একই প্রক্রিয়ায় ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে ড্রাইভিং ও মেকানিক্যাল ট্রেনিংয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করলে দেশে শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের এই পেশায় উদ্বুদ্ধ করে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত চালক তৈরী করে দেশের চালকের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। উলেস্নখ্য আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আরো ৬ লক্ষ চালকের চাহিদা রয়েছে। আশাকরি শিক্ষিত চালক তৈরীতে সরকার বিশেষ ভুমিকা পালন করবেন।

- সড়ক দুর্ঘটনার জন্য শুধু চালকই নন, আরো অনেককেই দায়ী করা যায়। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সকল পক্ষকে আইনের আওতায় আনার জন্য বিদ্যমান দন্ডবিধি সংশোধন ও নতুন ধারা সংযোজন করে সড়ক দুর্টনার জন্য দায়ী সকল পক্ষকে শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ যাত্রী বীমাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

- ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করা, যত্র-তত্র গাড়ী পার্কিং করা, নির্দিষ্ট স্থান ব্যাতিরেকে যেখানে-সেখানে গাড়ী থামিয়ে যাত্রী উঠানো এবং নামানো, ওভারটেকিং করা, পাল্টাপাল্টি করে কিম্বা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী বা মাল বোঝাই করা, গাড়ীর ছাদে যাত্রী বহন করা, ওভারব্রীজ কিম্বা আন্ডারপাস বা জেব্রাক্রসিং থাকা সত্বেও সেগুলো ব্যবহার না করার প্রবনতাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

- ট্রিপ কিংবা ডেইলী বেসিসে বা ভাড়া ভিত্তিতে পরিবহন ব্যবসা পরিচালনার বর্তমান রীতির কারনে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে- ব্যবসায়ের এই রীতি পরিবর্তন করে মালিকরা যেনো যথানিয়মে চালক নিয়োগ করেন এবং চালকদের জন্য বেতন কাঠামো ও কর্মসময় নির্ধারন করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। শহরের মধ্যে চলাচলকারী একই রন্নটের গাড়ী একই কোম্পানীর মাধ্যমে চলাচল করতে হবে। যাতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়।
- সকল মহাসড়ক এবং প্রধান সড়কে একমুখী চলাচলের সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং উচ্চতা সম্পন্ন সড়ক বিভাজনকারী তথা রোড ডিভাইডার-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সকল মহাসড়ক এবং প্রধান সড়ককে অবশ্যই ন্যুনতম চারলেনে উন্নীত করতে হবে। মহাসড়কের পাশে হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহামড়কের মত দুপাশে ধীরগতির যানবাহনে চলাচলের জন্য সড়ক নির্মাণ করতে হবে।

- বিভিন্ন মিডিয়ায় মাধ্যমে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান প্রচারের যে ধারাহিকতা শুরু তা বজায় রাখতে হবে।

- সড়কের ত্রন্নটিগুলো অচিরেই দূর করতে হবে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ত্রন্নটিগুলো দূর করার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে গেছে। একইভাবে ঢাকা-সিরাজগঞ্জ রাস্ত্মার ত্রন্নটিগুলো দূর করলে এই অঞ্চলেও দুর্ঘটনা কমবে বলেও আশা করা যায়।

- পথচারীদের নিবিঘ্নে চলাচলের জন্য ফুটপথগুলো দখলমুক্ত করে যেখানে ফুটপাত নেই সেখানে ফুটপাত তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পুনরায় যেনো ফুটপাত দখল না হয় এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

- বিভিন্ন সিটি কর্রোপোরেশনের আওতাভূক্ত রাস্ত্মা পারাপারের জন্য বেশী বেশী আন্ডারপাস তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকার আন্ত্মর্জাতিক বিমান বন্দর, ফার্মগেইট, নিউমার্কেটসহ গুরন্নত্বপূর্ণ এলাকায় আন্ডারপাস তৈরী করে নিবিঘ্নে জনগণের রাস্ত্মা পারাপার নিশ্চিত করতে হবে।

- স্কুলের পাঠ্যক্রমে সড়ক দুর্ঘটনারোধের বিষয়সমূহ অন্ত্মর্ভূক্ত করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই বাস্ত্মবায়নের ব্যবস্থা করা।

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

আপনাদের অনুরোধে অত্যন্ত্ম সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও আন্ত্মরিকতার সাথে আমরা প্রতি বছরই সড়ক দূর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকি। আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই সড়ক দূর্ঘটানর কারণ পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন তৈরীতে মন্ত্রণালয়ে আলাদা একটি সেল তৈরী করন্নন অথবা আমাদের উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত্ম করে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করন্নন যাতে করে সড়ক দূর্ঘটনার গবেষণা ও পরিসংখ্যান নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হয়। আমাদের এই বক্তব্যগুলো আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে সকলকে জানাবেন, সড়ক দূর্ঘটানরোধে আপনাদের এই সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন শেষ করছি।

নিরাপদে পথ চলুন, পথ যেন হয় শান্তিময়, মৃত্যুর নয়। 'চালক-মালিক, যাত্রী-পথচারী ভাই ভাই, সড়ক দুর্ঘটনামুক্ত বাংলাদেশ চাই'।

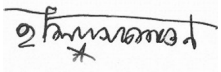

(ইলিয়াস কাঞ্চন)
চেয়ারম্যান